রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ২, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬১-আইন/২০১০।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদে এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা সহকারী গ্রন্থাগারিক (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন;

(খ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন নিয়োগদানের জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা; এবং

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) "শিক্ষানবিসি" অর্থ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে শিক্ষানবিসি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(ঘ) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইন্‌স্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক, অতঃপর সহকারী গ্রন্থাগারিক বলিয়া উল্লিখিত, পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগদান করা হইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি তিনি কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমাধারীসহ গ্রন্থাগারের কর্মে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন, এবং তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্বে না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে এডহক ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

(৩) এই বিধির অধীন নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৫) কোন সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তি স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৬) কোন ব্যক্তিকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরমে ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারি চাকরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৪। **শিক্ষানবিসি**—(১) সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসি স্তরে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষনবিসির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষানবিসির চাকরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরীতে স্থায়ী করিবে, এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার চাকরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিসিকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারি আদেশবলে, সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd